

প্রশ্ন

30 JUN 2025

## বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শুল্ক চুক্তির সম্ভাবনা

পাল্টা শুল্ক নিয়ে বৈঠক

৩ ও ৪ জুলাই ইউএসটিআরের সঙ্গে বৈঠক  
বাংলাদেশের। যুক্তরাষ্ট্রে আছেন নিরাপত্তা  
উপদেষ্টা। যাচ্ছেন বাণিজ্য উপদেষ্টাও।

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের শুল্ক চুক্তি করার  
সম্ভাবনা রয়েছে। চুক্তির খসড়াও তৈরি হয়েছে, যা  
নিয়ে চূড়ান্ত আলোচনা হবে আগামী ৩ ও ৪ জুলাই।  
চুক্তি হলে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের বাংলাদেশি  
পণ্যের ওপর আরোপ করা বাড়তি ৩৭ শতাংশ পাল্টা  
শুল্ক আরোপের হার কিছুটা কমবে। বাণিজ্য  
মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্রগুলো জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য  
প্রতিনিধির (ইউএসটিআর) সঙ্গে এ বিষয়ে  
আলোচনায় অংশ নিতে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ  
বশিরউদ্দীন ওয়াশিংটন যাবেন। একই বিষয়ে ২৬  
জুন যুক্তরাষ্ট্র সফররত জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা

মো. খালিলুর রহমান ইউএসটিআরের সঙ্গে একটি  
বৈঠক করেছেন। ইউএসটিআরের সঙ্গে আগামী  
বৈঠকেও খালিলুর রহমান উপস্থিত থাকবেন।

বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন গতকাল  
রোববার রাতে প্রথম আলোকে বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের  
সঙ্গে শুল্ক চুক্তি করার দ্বারপ্রান্তে আছি ঠিক, তবে  
এটা শর্ত সাপেক্ষে। যদি মনে করি যে বাংলাদেশের  
অর্থনীতির সম্ভ্রমতা বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া  
শর্তগুলো মানা সম্ভব, তাহলেই চুক্তি হবে।'

বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, 'কিছু তথ্য পাওয়া বাকি  
আছে। শর্তসহ পুরো প্রক্রিয়াটা উপদেষ্টা পরিষদকে  
জানা। ৩ জুলাইয়ের আগে না গিয়ে পরেও যেতে  
পারি। নিরাপত্তা উপদেষ্টা তো যুক্তরাষ্ট্রে আছেনই।'

বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানি করে আসছে  
গড়ে ১৫ শতাংশ শুল্ক দিয়ে। গত ৩ এপ্রিল হঠাৎ  
ট্রাম্প প্রশাসন বাংলাদেশি পণ্যের ওপর বাড়তি ৩৭  
শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেয়। শুল্কের  
হার কম-বেশি করে দেশটি একই ধরনের সিদ্ধান্ত  
নেয় ৬০টি দেশের ওপর।

ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) দেশগুলোর পাশাপাশি ভারত,  
ভিয়েতনাম, জাপান ইত্যাদি দেশ পাল্টা শুল্কের হার  
কমানোর বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক  
আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। ইন্দোনেশিয়া ইতিমধ্যে  
জানিয়ে দিয়েছে যে এ বিষয়ে তারা কোনো ধরনের  
আলোচনায় আর বসবে না।

বাণিজ্যসচিব গত বৃহস্পতিবার প্রথম আলোকে  
বলেন, পাল্টা শুল্কের হার কমাতে যেসব দেশ  
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করছে, তাদের  
মধ্যে বাংলাদেশই এগিয়ে রয়েছে।

সরকারের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে যেসব আশ্বাস  
দেওয়া হয়েছিল, তার অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে  
সরাসরি তিন লাখ টন গম আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে  
যাদা মন্ত্রণালয়। প্রতি টনে ২০ থেকে ২৫ মার্কিন ডলার  
বেশি হলেও যুক্তরাষ্ট্র থেকেই এ গম আমদানি করা  
হবে। বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত  
নিয়েছে বোয়িং উড্ডোজাহাজ আমদানির। এ ছাড়া  
যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা আমদানির পরিমাণ বাড়ানো  
কয়েকটি গুদাম নির্মাণ করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

আর যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা হয়, এমন বেশির  
ভাগ পণ্যের ওপর শুল্ক রাখা হয়নি অর্থাৎ শুল্ক করে  
দেওয়া হয়েছে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে।  
বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪  
সালে যুক্তরাষ্ট্রে ৮৩৬ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি  
করেছে বাংলাদেশ। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে  
আমদানি হয়েছে ২২১ কোটি ডলারের পণ্য।

বাংলাদেশ নিউ পোশাক উপাদান ও রপ্তানিকারক  
সমিতির (বিকেএমইএ) সভাপতি মো. ফজলুল হক  
প্রথম আলোকে বলেন, 'আশা করছি যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন  
পাল্টা শুল্ক আরোপের বিষয়টি লম্বা সময়ের জন্য স্থগিত  
করবে। একান্ত যদি না-ই করে, সরকারের উচিত হবে  
দেশটির সঙ্গে দেনদরবার করে বাংলাদেশের শুল্কের  
হার যেন প্রতিযোগী ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, ভারত  
ইত্যাদি দেশের সমান বা কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া যায়।'

ফজলুল হক আরও বলেন, ভারতের পাল্টা  
শুল্কের হার বাংলাদেশের চেয়ে কম। ভারত যদি দর-  
কষাকষি করে আরও কমাতে পারে, তাহলে  
বাংলাদেশের বিপদ ভবিষ্যতে বাড়বে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত  
নেওয়ার আগে এ ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হবে।

বাড়তি শুল্ক আরোপ কার্যকরের কথা ছিল ৯  
এপ্রিল। তবে ওই দিনই যুক্তরাষ্ট্র বাড়তি শুল্ক হারের  
ঘোষণা তিন মাসের জন্য স্থগিত রাখে। স্থগিতের মেয়াদ  
শেষ হবে আগামী ৯ জুলাই। বাংলাদেশের বাণিজ্য  
মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তারা আশাবাদী যে  
স্থগিতের মেয়াদ আরও এক বছর বাড়িয়ে দিতে পারেন  
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

তিন মাসের জন্য সিদ্ধান্ত স্থগিত চেয়ে গত ৭  
এপ্রিল ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চিঠি দিয়েছিলেন প্রধান  
উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস। এতে যুক্তরাষ্ট্রের  
প্রধান রপ্তানি পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক কমানো  
নিয়ে বাংলাদেশ কাজ করছে বলে জানানো হয়।

ইউএসটিআরের রাষ্ট্রদূত জেমসন থ্রিয়ারের কাছে  
একই দিন আলাদা চিঠি পাঠিয়ে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ  
বশিরউদ্দীন জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের  
রপ্তানিতে যদি কোনো বাধা থাকে, তা দূর করতে  
বাংলাদেশ প্রস্তুত এবং বাংলাদেশ সব সময় গঠনমূলক  
সংলাপ ও সহযোগিতায় বিশ্বাসী।

উভয় দেশের মধ্যে এরপর দুই মাসে কয়েক  
দফা সরাসরি বৈঠক হয়েছে। হয়েছে চিঠি-চালচালি  
এবং অনলাইন বৈঠক। ইউএসটিআরের সঙ্গে এর  
আগে গত ২১ এপ্রিলও ওয়াশিংটনে একটি বৈঠক হয়  
বাংলাদেশের। এতে তারা ছয়টি বিষয়ে জানতে চায়।

৪ জুন চিঠি দিয়ে ব্যাখ্যা জানানো হয়। শুল্ক চুক্তির  
খসড়াটি করা হয় ১২ জুন, যার ৫ দিনের মাথায় ১৭  
জুন এর ওপর করা হয় অনলাইন বৈঠক। এ বৈঠকের  
ধারাবাহিকতায় নিরাপত্তাবিষয়ক উপদেষ্টা খালিলুর  
রহমান ২৬ জুন ওয়াশিংটনে বৈঠক করেন।

যে ছয় বিষয়ে ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র,  
সেগুলো কী, এমন প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্যসচিব  
মাহবুবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, এ বিষয়ে  
কথা না বলার শর্ত রয়েছে।

তবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সূত্রগুলো জানায়, যুক্তরাষ্ট্র  
এমন কিছু বিষয় চেয়েছে, যা তাদের দেশের আইনে  
প্রযোজ্য। বাংলাদেশের আইনে প্রযোজ্য নয়, এমন বিষয়ে  
একমত না হতেই দর-কষাকষি করে যাচ্ছে বাংলাদেশ।  
বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জানতে পেরেছে ইউরোপীয়



প্রথম আলো

30 JUN 2025

## রপ্তানির ১৪ হাজার কনটেইনারের জুপ

### এনবিআরের কর্মসূচির প্রভাব

দুই দিনের এই কর্মসূচির কারণে গত শনিবার ৬৩ কনটেইনার রপ্তানি পণ্য না নিয়েই বন্দর ছেড়ে গেছে। দ্বিতীয় দিন তিন জাহাজে ৩ হাজার ৬৮০ কনটেইনার রপ্তানি হয়নি।

### বিশেষ প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

কাস্টমস কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুই দিনের 'শাটডাউন' কর্মসূচির কারণে চট্টগ্রামের ১৯টি ডিপোতে প্রায় ১৪ হাজার রপ্তানিবাহী কনটেইনারের জুপ জমেছে। গতকাল রোববার রাতে কর্মসূচি প্রত্যাহার হলেও কোনো পণ্য রপ্তানি হয়নি। তবে সন্ধ্যার পর রপ্তানির শুভ্রায়নসহ কিছু কাজ শুরু হয়েছে।

বন্দর, শিপিং এজেন্ট ও কনটেইনার ডিপো থেকে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দুই দিনের এই কর্মসূচির কারণে প্রথম দিন গত শনিবার ৬৩ কনটেইনার রপ্তানি পণ্য না নিয়েই বন্দর ছেড়ে গেছে। দ্বিতীয় দিন তিন জাহাজে ৩ হাজার ৬৮০ কনটেইনার রপ্তানি হয়নি। অন্যদিকে কাজ না হওয়ায় চট্টগ্রামের ডিপোগুলোতে রপ্তানি কনটেইনারের সংখ্যা বেড়ে ১৪ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। কর্মসূচি প্রত্যাহার হলেও এগুলো এখন সংযমতো আর রপ্তানির সুযোগ নেই।

আটকে পড়া রপ্তানি পণ্যের সিংহভাগই পেশাকর্ষিত। যেমন চট্টগ্রামের এশিয়ান-ডাফ গ্রুপের ৩০ কনটেইনার পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানোর কথা ছিল। কর্মসূচিতে আটকা পড়ে যায় এসব কনটেইনারবাহী রপ্তানি পণ্য। জানতে চাইলে এশিয়ান-ডাফ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ সালাম প্রথম আলোকে বলেন, আটকে পড়া কনটেইনার পণ্যের কোনোটিই আর সময়মতো প্রেরণ হতে পৌঁছাবে না। দুই দিনের কর্মসূচিতে অপূর্ণীয় ক্ষতি হয়ে গেল পোশাকশিল্পের।

### কর্মসূচির প্রভাবে যা ক্ষতি হলো

কাস্টমসের অনুমোদন ছাড়া জাহাজ থেকে কনটেইনার নামানো, আমদানি পণ্য খালাস বা পণ্য রপ্তানির মতো কোনো কার্যক্রমই করা যায় না।

### সাগরে অপেক্ষমাণ জাহাজ ও বন্দর চত্বরে

কনটেইনারের সংখ্যা বেড়ে গেছে।

ওমর ফারুক, সচিব, চট্টগ্রাম বন্দর

### আটকে পড়া কনটেইনার পণ্যের কোনোটিই আর

সময়মতো প্রেরণ হতে পৌঁছাবে

না। দুই দিনের কর্মসূচিতে

অপূর্ণীয় ক্ষতি হয়ে গেল

পোশাকশিল্পের।

এম এ সালাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক,

এশিয়ান-ডাফ গ্রুপ

কাস্টমস কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শাটডাউন কর্মসূচির কারণে কর্মস্থলে কোনো কর্মকর্তা না থাকায় শনিবার কোনো কার্যক্রমের অনুমোদন মেলেনি। তাতে শনিবার আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম হয়নি। তবে আগের দিনের অনুমোদনের ওপর ভিত্তি করে কনটেইনার ওঠানো-নামানো হয়। মোট ১৩৯ কনটেইনার খালাস হয়।

কর্মসূচির মূল প্রভাব পড়ে গতকাল। এ দিন তিনটি জাহাজ বন্দর ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রপ্তানি কনটেইনার ডিপো থেকে না আসায় জাহাজ তিনটি বন্দর ছেড়ে যেতে পারেনি। এই তিন জাহাজের একটি 'এএস সিসিলিয়া' জাহাজে ৫৬৪ একক কনটেইনার নিয়ে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে বন্দর ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল। সেখান থেকে ইউরোপ-আমেরিকাগামী বড় কনটেইনার জাহাজে তুলে দেওয়ার কথা ছিল। একইভাবে 'এক্সপ্রেস নিলওয়াল' জাহাজে রপ্তানির কথা ছিল ১ হাজার ৪৬০ একক কনটেইনার এবং 'হং জা জিন-৬৮' জাহাজে ১ হাজার ৬৬৬ একক কনটেইনার রপ্তানি হওয়ার কথা ছিল। রপ্তানি কনটেইনার না পেয়ে তিন জাহাজই এখন জেটিতে অলস বসে আছে।

এএস সিসিলিয়া জাহাজটি সুইজারল্যান্ডভিত্তিক

জাহাজ কোম্পানি মেডিটেরানিয়ান শিপিং কোম্পানির। প্রতিটানটির বেড অব অপারেশন অ্যান্ড লজিস্টিকস আজমীর হোসেন চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, ডিপো থেকে রপ্তানি কনটেইনার আসতে না পারায় জাহাজটি বন্দর ছেড়ে যেতে পারেনি। এই জাহাজের কনটেইনারগুলো সিঙ্গাপুরে নেওয়ার কথা ছিল। সেখান থেকে ইউরোপ-আমেরিকাগামী বড় কনটেইনার জাহাজে তুলে দেওয়ার কর্মসূচি ছিল। এখন সময়মতো ইউরোপ-আমেরিকাগামী বড় কনটেইনার জাহাজে তুলে দেওয়া যাচ্ছে না।

শিপিং কোম্পানির কর্মকর্তারা জানান, রপ্তানি পণ্য প্রথমে কারখানা থেকে চট্টগ্রামের ১৯টি ডিপোতে আনা হয়। সেখানে শুষ্কায়নের পর কনটেইনারে ভরা হয়। সব প্রক্রিয়া শেষে বুকিং অনুযায়ী বন্দরে এনে জাহাজে তুলে দেওয়া হয়।

গত দুই দিনের কর্মসূচির প্রভাবে বন্দরে কনটেইনার জাহাজের জট তৈরি হয়েছে। যেমন কর্মসূচির আগে জেটিতে ভেড়ানোর জন্য সাগরে অপেক্ষমাণ ছিল ১৩টি জাহাজ। গতকাল দ্বিতীয় দিনে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২১টিতে। এর অর্থ, আমদানি পণ্য হাতে পেতে এখন অপেক্ষার সময় বাড়বে আমদানিকারকদের। আবার বন্দর চত্বরে কনটেইনারের সংখ্যা প্রায় ২ হাজার থেকে বেড়ে ৪১ হাজারে উন্নীত হয়। এতে বন্দরের পরিচালন কার্যক্রমও ব্যাহত হবে।

বন্দর সচিব ওমর ফারুক প্রথম আলোকে বলেন, কাস্টমসের কর্মসূচির কারণে দুই দিন আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ ছিল। এ জন্য সাগরে অপেক্ষমাণ জাহাজ ও বন্দর চত্বরে কনটেইনারের সংখ্যা বেড়ে গেছে।

### সন্ধ্যার পর কাজ শুরু

সরকার গতকাল জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সব শ্রেণির চাকরিকে অত্যাবশ্যকীয় সেবা যোগ্য করার সিদ্ধান্ত নেয়। পাশাপাশি সংস্থাটির আন্দোলনরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মস্থলে ফেরার আহ্বান জানায় সরকার। এরপর চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে সীমিত আকারে কাজ শুরু হয়। জানতে চাইলে বেসরকারি কনটেইনার ডিপো সমিতির মহাসচিব রুহুল আমিন সিকদার প্রথম আলোকে বলেন, সন্ধ্যার পর ডিপোগুলোতে রপ্তানি পণ্য শুষ্কায়নের কাজ শুরু হয়েছে।



## পণ্য আমদানি-রপ্তানি স্থবির, দুশ্চিন্তায় ব্যবসায়ীরা

### এনবিআরে শাটডাউন কর্মসূচি

পণ্য আমদানি-রপ্তানিসহ এনবিআরের সার্বিক কার্যক্রমে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে।

শ্রুতকর কর্মকার, ঢাকা

দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ প্রতিদিন চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে ২০০ কনটেইনার কাঁচামাল আমদানি করে। তার বিপরীতে দিনে রপ্তানি হয় ১৫০ থেকে ১৭৫ কনটেইনার পণ্য। তবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচির কারণে গত শনিবার থেকে শিল্পগোষ্ঠীটির পণ্য আমদানি-রপ্তানি বন্ধ রয়েছে।

জানতে চাইলে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের পরিচালক (বিপণন) কামরুজ্জামান কামাল প্রথম আলোকে বলেন, পণ্য আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকায় সরবরাহব্যবস্থা গুরুতরভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বিদেশ থেকে আমদানি হওয়া কাঁচামাল কারখানায় পৌঁছায়। আবার সেই কাঁচামাল দিয়ে পণ্য উৎপাদন করে রপ্তানি করা হয়। বর্তমান অচলাবস্থা দীর্ঘায়িত হলে পণ্য রপ্তানি গুরুতরভাবে ব্যাহত হবে। আবার আমদানি পণ্য ছাড় করা না গেলে কাঁচামালের অভাবে কারখানা বন্ধ রাখা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না।

কামরুজ্জামান আরও বলেন, 'কাস্টমস বন্ধ থাকায় গত শনিবার আমাদের প্রায় ৮ হাজার ডলারের ক্ষতিপূরণ (পোর্টডেমারেজ) গুনতে হবে। এভাবে যতক্ষণ কাস্টমস বন্ধ থাকবে, ততক্ষণ আমাদের লোকসান বাড়তে থাকবে।' তিনি জানান, গত অর্ধবছর প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ৫৫ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচির কারণে পণ্য আমদানি-রপ্তানিসহ এনবিআরের সার্বিক কার্যক্রমে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। এনবিআর সংস্থার একা পরিষদের ডাকা এই কর্মসূচির কারণে শনিবার সকাল ছয়টা থেকে ঢাকার এনবিআর ভবন ও সংস্থাটির চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর, বেনাপোল ও সোনামসজিদ শুল্কবন্দর, ঢাকা কাস্টমস হাউসসহ দেশের সব কাস্টম হাউস ও শুদ্ধ স্টেশনের রাজস্ব কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। এতে পণ্য আমদানি-রপ্তানিতে সব ধরনের শুদ্ধায়ন কার্যক্রম বন্ধ।

অচলাবস্থার কারণে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে শাকসবজি ও ফলমূল রপ্তানি বন্ধ রয়েছে। কাস্টমস বন্ধ থাকায় গত শনিবার প্রায় ১০০ টন শাকসবজি বিমানবন্দর থেকে ফেরত নিয়ে যান রপ্তানিকারকেরা। শুধু তাই নয়, পণ্য পাঠাতে না পারায় কাতারে চলমান ফলমৌলা একদিন আগেই শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আয়োজকেরা। কাতার সরকার ও বাংলাদেশ দূতাবাসের যৌথ আয়োজনে ২৫ জুন এই মেলা শুরু হয়। ১ জুলাই পর্যন্ত মেলাটি হওয়ার কথা ছিল। এতে বাংলাদেশ থেকে ২২ রপ্তানিকারক ও ২ জন চাষি অংশ নেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন বাংলাদেশ ফুটস ভেজিটেবল অ্যান্ড অ্যুলাইভ প্রোডাক্টস এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মনসুর আহমেদ। প্রথম আলোকে তিনি বলেন, শাকসবজি ও ফলমূল রপ্তানি না হওয়ায় সেগুলো এক-তৃতীয়াংশ দামে বাজারে বিক্রি করতে হচ্ছে। তার চেয়ে বড় সমস্যা সরবরাহব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হওয়ায় আমদানিকারকেরা অন্য দেশের দিকে বৃষ্টি যায়। আর একবার ক্রয়াদেশ হরালে সেটি ফিরে পাওয়া খুবই কঠিন।

গত শনিবার সকাল ছয়টায় এই কর্মসূচি শুরু হওয়ার পর থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আমদানি-রপ্তানি পণ্যের শুদ্ধায়ন কার্যক্রম থেকে বিরত থাকেন। তবে কিছু জাহাজ থেকে কনটেইনার ওঠানো-নামানো কার্যক্রম চানু ছিল। কারণ, এসব জাহাজের নিবন্ধনসহ অন্যান্য কার্যক্রমের

■ প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ প্রতিদিন চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে ২০০ কনটেইনার কাঁচামাল আমদানি করে, আর রপ্তানি করে ১৫০ থেকে ১৭৫ কনটেইনার পণ্য।

■ চলতি ২০২৪-২৫ অর্ধবছরের প্রথম ১০ মাসে ৫,৪৭৯ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি হয়েছে, যা গত অর্ধবছরের একই সময়ের চেয়ে ৪.৬২ শতাংশ বেশি।

■ চলতি অর্ধবছরের প্রথম ১১ মাসে ৪,৪৯৫ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা গত অর্ধবছরের একই সময়ের চেয়ে ১০.২০ শতাংশ বেশি।

অনুমোদন আগেই হয়েছে। তবে নতুন আসা জাহাজের নিবন্ধন হচ্ছে না।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজেএমইএর নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান প্রথম আলোকে বলেন, রপ্তানি পণ্য কাস্টমসে শুদ্ধায়ন হওয়ার তিন দিন পর জাহাজে তোলা হয়। কাস্টমসের কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার পর কোন কোন জাহাজ রপ্তানি পণ্যের কনটেইনার নিয়ে রওনা হলো সেটি আজকের পর বোঝা যাবে। যেসব ক্রয়াদেশের পণ্য নির্ধারিত সময়সীমা অনুযায়ী রপ্তানি হবে না, সেগুলো পরবর্তী জাহাজে পাঠানোর অনুমোদন বিদেশি ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পেল কি না, তা মঙ্গলবারের পর বোঝা যাবে। অনুমোদন না পেলে নিজেদের খরচে আকাশপথে পণ্য পাঠাতে হবে কিংবা মূল্যছাড় দিতে হবে। এমনটি হলে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের লোকসানের পরিমাণ বাড়বে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যানুযায়ী, চলতি ২০২৪-২৫ অর্ধবছরের প্রথম ১১ মাসে (জুলাই-মে) ১১ মাসে ৪ হাজার ৪৯৫ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত অর্ধবছরের একই সময়ের তুলনায় ১০ দশমিক ২০ শতাংশ বেশি। গত মে মাসে সর্বোচ্চ ৪৭৪ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়।

এনবিআরের এ অচলাবস্থা সহজেই এড়ানো যেত বলে মন্তব্য করলেন তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজেএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান। প্রথম আলোকে তিনি বলেন, সব পক্ষের মধ্যে আলোচনা হলেই সংকটটি এই পর্যায়ে যেত না। সরকার ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে সমঝোতার জন্য ব্যবসায়ীরা চেষ্টা করছেন বলে জানান তিনি।

বিজেএমইএর সভাপতি আরও বলেন, কাস্টমস বন্ধ থাকায় দিনে ২৫০০-২৬০০ কোটি টাকার আমদানি-রপ্তানি ব্যাহত হচ্ছে। তার থেকে বড় সংকট হচ্ছে নির্ধারিত সময়ে রপ্তানি পণ্য জাহাজীকরণ না হলে ক্রেতার মূল্যছাড় চাইতে পারে। এমনকি ক্রয়াদেশ বাতিলও হতে পারে। এমন ধাক্কা বড় কারখানা সামলাতে পারলেও ছোটরা মুশকিলে পড়ে। অনেকে মরে পড়ে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যানুযায়ী, গত ২০২৩-২৪ অর্ধবছরে বাংলাদেশ ৭ হাজার ২৯২ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করেছে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্ধবছরের প্রথম ১০ মাসে ৫ হাজার ৪৭৯ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি হয়েছে। এই আমদানি গত অর্ধবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪ দশমিক ৬২ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে গত অর্ধবছর পণ্য রপ্তানি হয়েছে ৪ হাজার ৪৯৫ কোটি ডলারের। চলতি অর্ধবছরের প্রথম ১১ মাসে ৪ হাজার ৪৯৫ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত অর্ধবছরের একই সময়ের তুলনায় ১০ দশমিক ২০ শতাংশ বেশি।



# বণিক বার্তা

30 JUN 2025

পাকিস্তান হাইকমিশনের চার্জ দ্য  
অ্যাফেয়ার্সকে বিজিএমইএ সভাপতি  
বাংলাদেশ থেকে  
টেক্সটাইল বর্জ্য  
আমদানি করতে  
পারে পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেছেন, 'বাংলাদেশ থেকে পোশাক শিল্পের স্লট বা টেক্সটাইল বর্জ্য আমদানি করে পাকিস্তান তাদের ক্রমবর্ধমান রিসাইকেল শিল্পের চাহিদা পূরণ করতে পারে।'

তিনি আরো বলেন, 'বাংলাদেশ বিশ্বের বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী দেশ। পাকিস্তানে বাংলাদেশের পাট তন্তর উল্লেখযোগ্য চাহিদা রয়েছে। পাকিস্তান যদি পাট তন্ত আমদানি করে, তবে তা উভয় দেশের জন্যই লাভজনক হবে।'

রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে গতকাল পাকিস্তান হাইকমিশনের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স মুহাম্মদ ওয়াসিফের সঙ্গে নৌজান্য সাক্ষাৎকালে তিনি এ কথা বলেন।

এ সময় পাকিস্তান হাইকমিশনের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ অ্যাটাশে জাইন আজিজ এবং বিজিএমইএর সহসভাপতি মো. রেজোয়ান সেলিম, পরিচালক ফয়সাল সামাদ, সুমাইয়া ইসলাম ও ফাহিমা আক্তার উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদারকরণ ও সম্প্রসারণের বিষয়ে আলোচনা হয়। বিশেষভাবে গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল খাতে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক জোরদার করার পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে সত্তাব্য সহযোগিতার অন্য ক্ষেত্রগুলো নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।

আলোচনায় টেক্সটাইল উৎপাদনে পাকিস্তানের শক্তিশালী বৈশ্বিক অবস্থান এবং পোশাক উৎপাদনে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় অবস্থানের বিষয়টি উঠে আসে। বৈঠকে পাকিস্তান থেকে টেক্সটাইল আমদানি বৃদ্ধির পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে তৈরি পোশাক ও অ্যাকসেসরিজ রফতানি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বৈঠকে উভয় দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য জোরদার করতে আগে বিজিএমইএ এবং পাকিস্তান রেডিমেড গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (পিআরজিএমইএ) মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা হয়।



# Outdated logistics eroding BD's competitive edge: Experts

They estimate \$230b investment needed by 2032

**FE REPORT**

Bangladesh's sustained export growth and economic momentum risk being derailed by an outdated logistics system and high transport costs, experts and speakers have warned.

At a seminar titled "Enhancing Bangladesh's Logistics Sector for Sustainable Economic Growth" hosted by the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) in the capital on Sunday, they underscored how logistics bottlenecks are undermining the country's global competitiveness.

The event featured a keynote by Dr M Masrur Reaz, chairman of Policy Exchange Bangladesh (PEB).

Citing the World Bank's Logistics Performance Index 2023, Dr Reaz noted that Bangladesh ranked 88th, far behind regional peers like India (38th) and Vietnam (43rd). In the "trading across borders" category, the country fared even worse -- ranking 176th out of 190.

"Logistics costs in Bangladesh range from 15 to 48 per cent of product prices, depending on the sector. Road congestion, an average truck speed of 18 km/h, and manual cargo handling are significant constraints," said Dr Reaz. He added that a 25 per cent reduction in logistics costs could boost exports by 20 per cent, while cutting transport cost or dwell time by just 1.0 per cent could increase exports by 7.4 per cent.

Although some progress has been made, the PEB chairman emphasised the urgent need for effective implementation of the 2024 National Logistics Policy and large-scale investments in multimodal



Participants at a seminar titled 'Enhancing Bangladesh's Logistics Sector for Sustainable Economic Growth' organised by the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) on Sunday.

infrastructure. He also called for export diversification, pointing out that the RMG sector accounts for 82 per cent of exports, with the UK and USA absorbing over 70 per cent of the volume.

Dr Sheikh Moinuddin, chief adviser's Special Assistant on the Ministry of Road Transport and Bridges, echoed the urgency for reform. "Vietnam has built seamless logistics through collaboration. We've yet to demonstrate that level of coordination," he said.

"To realise efficient logistics, we must implement the National Logistics Policy and create a masterplan integrating road, rail, and waterways."

Alamgir Morshed, executive director and CEO of Infrastructure

Development Company Limited (IDCOL), estimated that Bangladesh would need \$230 billion in logistics investment by 2032, rising to nearly \$1 trillion by 2041.

"Long-term financing remains a challenge as banks are burdened with non-performing loans. We must tap into bond markets and multilateral financing," he said.

ADB senior project officer Humayun Kabir stated that the development bank is currently supporting about \$15 billion in projects in Bangladesh, 20 per cent of which are in the transport sector.

"We are prioritising PPP-based logistics development and preparing a digital multimodal transportation masterplan aligned with the National Logistics Policy," he added.

Shamim ul Huq, country director of

DP World, highlighted the need for standardised packaging, streamlined inspection, and single-point clearance to overcome local challenges.

"Our ecosystem is different from the West, but improvements are still achievable."

Abul Kashem Khan, chairperson of BUILD, pointed out that private and PPP investment in logistics is still below 2.0 per cent of GDP, against the 8-10 per cent needed.

"We need at least \$20 billion in FDI annually, but are attracting just \$1-2 billion," he said.

Mahbubul Anam, managing director of Expo Group, stressed that infrastructure, regulatory reforms, and skilled manpower are essential for reducing cost and improving speed.

Md Habibur Rahman, member of the Chittagong Port Authority (CPA), said the port is expanding to handle up to 10 million TEUs by 2032, but businesses must develop adequate backward linkages.

Former CPA chairman Rear Admiral (retd) Khaled Iqbal warned that a lack of inter-agency coordination hinders development.

"We must utilise inland container depots and rail links to connect with Matarbari Deep Sea Port. Sole reliance on roads is unsustainable."

DCCI President Taskeen Ahmed moderated the seminar, while Md Salim Ullah, chairman of BIWTC, and Abu Huraira, former vice president of DCCI, called for stronger implementation of the logistics policy with greater focus on waterways, digitisation, cold-chain development, and last-mile connectivity.

tonmoy.wardad@gmail.com

